বিজয় দিবস ২০১৪

সুপ্রিয় সুধী

আমরা যারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে এই সুদুর প্রবাসে পরবাসী জীবন যাপন করছি, তারাই শুধু জানি 'মাতৃভূমি' অথবা 'জন্মভূমি' শব্দটা আমাদেরকে কতটা গভীরভাবে আন্দোলিত করে। কেমন যেন এক আবেশে জড়িয়ে পড়ি, কি এক নষ্টালজিয়ায় আবিষ্ট হয়ে যাই। ওই মাটির সোঁদা গন্ধ, ওই লাল-সবুজ পতাকা, এর মানুষের সাহসিকতা, ভালোবাসা আমাদের সততই টেনে নিয়ে যায় বাংলা নামের ওই দেশটায়।

সামনে আসছে বিজয় দিবস। আজ থেকে ৪৪ বছর আগে ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী জান্তা রমনার রেসকোর্স মাঠে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। যদিও দিনটি গৌরবের ও আনন্দের, বিষাদেরও বটে। ৫৫ হাজার বর্গমাইল জুড়ে কি তান্ডবটাই না ঘটেছিল - বুলেটে-বেয়নেটে বিদ্ধ হয়েছিল নিরিহ বাঙালি, গ্রামের পর গ্রাম জ্বলেছিল, সম্ভ্রম হারিয়েছিল লক্ষ মা-বোন। এর সমুচিত জবাবও দিয়েছিল আমাদের মুক্তিসেনারা। প্রাণ বাজী রেখে লড়েছিল - মাতৃভূমির অপমান ওরা ঘুচিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানিদের যুদ্ধে পরাজিত করে। বাংলাদেশ নামে একটা দেশের জন্ম হোয়েছিল।

প্রতীতি ৪৪তম বিজয় দিবস উপলক্ষে এই ভিন্নরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। প্রথমপর্বে থাকছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আড্ডা, সিডনীতে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা এবং উপস্থিত সুধীদের নিয়েই হবে আড্ডা। বিষয়বস্তু হচ্ছে - 'মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়'। আমরা শুনবো কি হয়েছিল সেই নয় মাসের যুদ্ধকালীন সময়ে। আপনিও অংশগ্রহন করুন এ আড্ডায় - ৭১ এ আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমরাও শুনতে চাই। চার দশকেরও বেশী এ পথ পরিক্রমায় আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন কতটা সফল হোলো, কি হোলো বা কি হওয়া উচিৎ ছিল - এসব নিয়েই আমরা কথা বলবো।

এর পরে থাকছে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সময়ের অবিস্মরণীয় সব ছবি ও গান নিয়ে আলেখ্য - 'তোমার আমার ঠিকানা'।

আপনাদের অংশগ্রহনে আমাদের এ প্রয়াস সমৃদ্ধ হবে, দেশের ও এর মানুষের প্রতি আপনার গুনমুগ্ধতা প্রকাশিত হবে। সবচেয়ে বড় কথা প্রতীতি অনুপ্রাণিত হবে আপনাদের সান্নিধ্যে।

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটে
শেলী পাবলিক স্কুল মিলনায়তনে (Hadrian Avenue, Blacktown).
আমন্ত্রণপত্র: ৫ ডলার প্রতিজন।

স্বল্পমূল্যে রাতের খাবারের ব্যাবস্থা থাকবে।

শ্রদ্ধাসহ

প্রতীতি